আমরা কিভাবে ব্রেইন-ড্রেইনকে বিপরীতমুখী করবো?

২৪শে অক্টোবর, ২০০৩ তারিখ, এলসা, ইলিনয়েস, যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত প্যান আফ্রিকান কনফারেন্স-এ ফিলিপ এমিগওয়ালী [emeagwali.com] ব্রেইন ড্রেইন এর ওপর মূল বক্তব্য প্রদান করেন।

আমরা কিভাবে ব্রেইন-ড্রেইনকে বিপরীতমূখী করবো?

২৪শে অক্টেবর, ২০০৩ তারিখ, এলসা, ইলিনয়েস, যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত প্যান আফ্রিকান কনফারেন্স-এ ফিলিপ এমিগওয়ালী [emeagwali.com] ব্রেইন ড্রেইন এর ওপর মূল বক্তব্য প্রদান করেন।

চমৎকার প্রারিম্ভক অনুষ্ঠান এবং ব্রেইন ড্রেইন' কে ব্রেইন গেইন' এ রূপান্তরিত করার ব্যাপারে আমার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

১০ মিলিয়ন আফ্রিকায় জন্মগ্রহনকারী অভিবাসী বাড়ী বলতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য বা অফ্রিকার বাইরের অন্য কোন দেশ বুঝে থাকে।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি যুক্তরাষ্ট্রে গত ত্রিশ বছর ধরে একাধারে বসবাস করছি। ১৭ বছর আগে আমি শেষ বারের মত আফ্রিকায় গিয়েছিলাম।

আমি যখন প্রথম নাইজেরিয়া ত্যাগ করেছিলাম অনেক বছর আগে, আমার কষ্ট হচ্ছিল কারণ আমি আমার পরিবার-পরিজন পেছনে ফেলে আসছিলাম। আমি তখন বিশ্বাস করতাম আট বছর পর আমি দেশে ফিরে যাবো এবং হয়তো কোন এক ইগবো মেয়েকে বিয়ে করবো এবং অতঃপর বাকী জীবনটা কাটাবো নাইজেরিয়াতেই।

কিন্তু ২৫ বছর আগে, আমি এক আমেরিকান মেয়ের প্রেমে পড়ি, তিন বছর পর তাকে বিয়ে করি এবং শুধু আমি ছাড়াও আমার পিতা মাতা, ভাগ্নে-ভাগ্নি, ভাতিজা-ভাতিজি সহ আরো ৩৫ জন নিকটাত্মীয়ের জন্য গ্রিনকার্ড ভিসার ব্যাবস্থা করি।

কিভাবে আমি ৩৫ জন মানুষকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসেছি তা প্রকাশ করে যে কিভাবে ১০ মিলিয়ন দক্ষ মানুষ গত ৩০ বছর ধরে আফ্রিকার বাইরে অভিবাসিত হয়েছে।

আমি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলাম স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে এবং পরবর্তীতে স্থায়ী বাসিন্দায় ও আরো পরে ন্যাচারালাইজড নাগরিকে পরিবর্তিত হই। নতুন নাগরিকত্ব আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের স্পন্সর হতে সাহায্য করে এবং আমদের দেশীয় বন্ধুদের এখানে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করে।

দশ মিলিয়ন আফ্রিকান আফ্রিকার বাইরে এখন একটি অদৃশ্য জাতি তৈরী করেছে। যদিও এই জাতি অদৃশ্য, তবু এটি এ্যঙ্গোলা, মালাওই, জাম্বিয়া বা জিম্বাবুয়ের সমপরিমান জনসংখ্যা বিশিষ্ট। যদি এর দৃশ্যমান সীমান্ত থাকতো তবে এর আয় হোত আফ্রিকার গ্রস অভ্যন্তরিন উৎপাদনের সমান।

যদিও আফ্রিকান ইউনিয়ন এই আফ্রিকান ডায়সপোরাকে পৃথক জাতিসত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না তবু আইএমএফ (ইন্টারন্যাশনাল মনেটারী ফান্ড) এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। আইএমএফ ধারনা করে যে, আফ্রিকান ডায়াসপোরা বর্তমানে আফ্রিকার সর্ব বৃহৎ বৈদেশিক বিনিয়োগকারী দল।

ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়নের কথাই ধরা যাক। ধারনা করা হয় যে একজন আফ্রিকান অভিবাসী প্রতি মাসে ৩০০ ডলার আফ্রিকায় তার আত্মীয়-পরিজনের কাছে পাঠিয়ে থাকে। যদি আপনি ধরে নেন যে, প্রত্যেক আফ্রিকান অভিবাসী প্রত্যেক মাসে আফ্রিকায় অবস্থিত তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে অর্থ পাঠায় তাহলে আপনি আইএসমএফ এর সাথে একমত হবেন যে আফ্রিকান ডায়াস্পোরাই্ আফ্রিকার সবচেয়ে বড় বৈদেশিক বিনিয়োগকারী সংস্থা।

আনেকেরই ধারনা, যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী আফ্রিকানগণ আফ্রিকার তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ৪০ গুন বেশী অবদান রাখে। জাতিসংঘের হিসাব মতে, যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করছে এমন একজন আফ্রিকান কর্মজীবি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রতি বছর ১৫০,০০ ডলারের সমপরিমান অবদান রাখে।

আপনি আবারো হিসেব করে দেখুন, আপনি বুঝতে পারবেন যে একজন আফ্রিকান কর্মজীবি যে কিনা ৩০০ ডলার আফ্রিকাতে পাঠাচ্ছে, সে প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ৪০ গুন বেশী অবদান রাখে। অর্থাৎ, একজন আফ্রিকান কর্মজীবি যে কি না ৩০০ ডলার নিজ দেশে পাঠায়, প্রকৃতপক্ষে সে ১২০০ ডলার যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতেতে অবদান রাখে।

অবশ্যই, আমাদের ইস্যু হলো আফ্রিকা হতে দারিদ্রতা দূর করা, আফ্রিকায় অবস্থিত আত্মীয়-স্বজনদের অর্থ পাঠিয়ে দারিদ্রতা কমানো নয়। অর্থ কখনোই আফ্রিকা হতে দারিদ্রতা দূর করতে পারবে না, কারণ এমনকি এক মিলিয়ন ডলার হলো একটি সংখ্যা যার কোন প্রত্যক্ষ মুল্য নেই।

সত্যিকার সম্পদ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করার সম্ভব নয়, যদিও আমরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্পদকে অর্থ দিয়ে গুবলেট করে থাকি। বস্তুতঃ, বর্তমান অবস্থায়, আফ্রিকাতে যদি পুরো পৃথিবীর সমস্ত অর্থ পাঠিয়ে দেয়া হয় তবুও আফ্রিকা দরিদ্রই থেকে যাবে।

একজন অসুস্থ্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করুন সম্পদ কি, এবং আপনি অন্যরকম উত্তর পাবেন।

আপনি যদি এইচআইভি-পজিটিভ হতেন তবে এইচআইভি নেগেটিভ হওয়ার জন্য আপনি সানন্দে এক মিলিয়ন ডলার খরচ করতেন।

যখন আপনি ডাক্তারকে ফি প্রদান করেন, তখন সেই ডাক্তার আপনার অর্থকে স্বাস্থ্যে - বস্তুতঃ সম্পদে রূান্তরিত করে থাকে।

অর্থ আপনার শিশুকে শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষকেরা পারে। অর্থ আপনার ঘরে বিদ্যুৎ আনতে পারে না। প্রকৌশলীরা পারে। অর্থ অসুস্থ্যকে সুস্থ্য করতে পারে না। ডাক্তার পারে।

যেহেতু, কোন দেশের একমাত্র মানব সম্পদকেই প্রকৃত সম্পদে পরিবর্তিত করা যায়, কাজেই মানব সম্পদ অর্থনৈতক সম্পদের তুলনায় বহুগুনে গুরুত্বপূর্ণ।

কয়েক বছর আগে, জাম্বিয়াতে ১৬০০ ডাক্তার ছিল। আজ, জাম্বিয়াতে ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ৪০০ জন। কেনিয়া তার মোট ডাক্তার এবং নার্স-এর ১০% মাত্র দেশে ধরে রাখতে পারে। বাকী ৯০% উন্নত বিশ্বে অভিবাসিত হয়ে যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা

এবং ঘানার ক্ষেত্রেও একই গল্প বলা হয়ে থাকে।

আমি আমার পারিবারিক অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, একজন নার্স হিসেবে ২৫ বছর নাইজেরিয়ান সোসাইটিতে অবদান রাখার পর আমার বাবা মাসিক ২৫ ডলার পেনসন ভাতা নিয়ে অবসার গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে, আমার চার বোনের প্রত্যেকেই যুক্তরাষ্ট্রে নার্স হিসেবে প্রতি ঘন্টায় ২৫ ডলার আয় করে। যদিও আমার বাবা আমার বোনদের মত একই সুযোগ পেতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই যুক্তরাষ্ট্রে নার্স হিসেবে অভিবাসিত হতেন।

"ব্রেইন ড্রেইন" আংশিকভাবে তাই ব্যাখ্যা করে কেনো ধনী আফ্রিকানরা তাদের চিকিৎসার জন্য লন্ডন গমন করে। এছাড়া, যেহেতু বহুসংখ্যক আফ্রিকান ডাক্তার এবং নার্স আমেরিকান হসপিটালগুলোতে প্র্যাকটিস করে থাকে, আমরা বলতে পারি আফ্রিকান মেডিক্যাল স্কুলগুলো আফ্রিকা নয় আমেরিকান জনসাধারনের জন্য কাজ করছে।

সাম্প্রতিক একটি বিশ্ব ব্যাংক সার্ভেতে দেখা গিয়েছে যে, আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের বেশীরভাগ শিক্ষিত জনসমষ্টিকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করছে। বিশ্ব ব্যাংকের হিসেব মতে প্রতি বছর ৭০,০০০ দক্ষ আফ্রিকান জনসমষ্টি ইউরোপ এবং আমেরিকাতে অভিবাসন করে থাকে।

যখন ৭০,০০০ দক্ষ আফ্রিকান তাদের মহাদেশ ছড়ছে ভালো কাজ এবং অধিক বেতনের আশায়, তখনই ১০০,০০০ দক্ষ লোক নিয়োগ করা হচেছ বাইরের বিশ্ব থেকে। এই বাহিরাগত এক্সপার্টগন ইউরোপে তাদের জন্য প্রযোজ্য বেতনের চেয়ে আফ্রিকাতে অধিক বেতন পেয়ে থাকে।

ন্াইজেরিয়ার পেট্রোলিয়াম ইন্ডাষ্ট্রি বহির্বিশ্ব থেকে ১,০০০-এরও বেশী দক্ষ লোক নিয়োগ করেছে যদিও এই ধরনের দক্ষতা সম্পন্ন লোক আফ্রিকান ডায়াসপোরাতেই পাওয়া যেতো। নাইজেরিয়া নিজস্ব জনশক্তির উন্নয়ন না করে তার তেল অনুসন্ধান কাজে বিদেশী কোম্পানী নিয়োগ করছে এবং বিদেশী কোম্পানীগুলো নাইজেরীয়ার মোট লভ্যাংশের ৪০ শতাংশ নিয়ে চলে যাচেছ।

দ্য ভ্যানগার্ড প্রত্রিকার স্বাধীনতা-পূর্ব দিবস সংখ্যার সম্পদকীয়তে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল, "১৯৬০ সালের প্রত্যাশ্য কেনো ২০০০-এ এসে অন্ধকারে তলিয়ে যাচেছ?"

আমার উত্তর হলো নাইজেরিয়া ১৯৬০ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও ২০০০ সালে এসেও প্রযুক্তিগত স্বাধীনতা অর্জন করেনি।

ঔপনিবেশিক আমলে নাইজেরিয়া তার নিজস্ব তেল সম্পদ সরবরাহ হতে অর্জিত লাভের মাত্র ৫০% ধরে রাখতো। ঔপনিবেশিক শাসনামল শেষ হওয়ার চার দশক পরেও, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস (ডিসেম্বর ২২, ২০০২) এর মতে, "তেল রাজস্বের ৪০ শতাংশ সেভরন পেয়ে থাকে এবং বাকী ৬০ শতাংশ পায় নাইজেরিয়ান সরকার"। অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র সরকার কখনোই নাইজেরিয়ান কোন তেল কোম্পানীকে কোন টেক্সাস তেলক্ষেত্র হতে ৪০ শতাংশ লভ্যাংশ নেবার অনুমতি দেবে না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রিয় আফ্রিকান দেশগুলোকে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রযুক্তিগদক্ষতার অভাবের জন্য বেশ ভালো রকমের মূল্য দিতে হচ্ছে।

এই প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে নাইজেরিয়াকে ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত তার ৪০% তেলক্ষেত্র এবং ২০০ বিলিয়ন ডলার আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ষ্টকহোল্ডারদের দিয়ে দিতে হয়েছে।

এই প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে, নাইজেরিয়া অপরিশোধিত তেল রপ্তানী করে কেবলমাত্র পরিশোধিত তেল আমদানী করার জন্য। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে, আফ্রিকা ষ্টিল রপ্তাণী করে কেবলমাত্র গাড়ী আমদানী করার জন্য। এবং এই গাড়ী তৈরীর মূল উপাদান হলো লোহা বা ষ্টীল।

মূলতঃ, জ্ঞান হলো ইঞ্জিন যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে চালনা করে এবং আফ্রিকা তার এই ইনটেলেকচুয়্যাল মূলধন বাড়ানো ব্যাতিত কখনোই দারিদ্রতা দূর করতে পারবে না।

"ব্রেইন ড্রেইন" কে উল্টো দিকে প্রবাহিত করতে পারলেই কেবল আফ্রিকার ইনটেকচুয়াল ক্যাপিটাল, সাথে সাথে বিভিন্ন বিভিন্ন পথে সম্পদ বাড়ানো সম্ভব।

"ব্রেইন ড্রেইন" কে উল্টোদিকে প্রবাহিত করা কি আদৌ সম্ভব? আমার উত্তর হলো, হ্যাঁ। কিন্তু এজন্য আমাদের অন্যরকম কিছু করতে হবে।

এখন আমি নতুন একটি আইডিয়ার কথা আপনাদের শোনাতে চাই। আমার আইডয়া কাজ করার জন্য, আমাদের বুদ্ধিমান এবং দক্ষ জনশক্তি আফ্রিকান ডায়াস্পোরাতে ট্যাপ করতে হবে। আফ্রিকাতে আমাদের এক মিলিয়ন হাই-টেক চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের এক মিলিয়ন হাই-টেক চাকুরী আফ্রিকাতে সরিয়ে নিতে হবে।

আমি জানি আপনারা বিস্মিত হচ্ছেন। আমরা কিভাবে এক মিলিয়ন চাকুরী যুক্তরাষ্ট্র থেকে আফ্রিকাতে সরিয়ে নেবো?

এটা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ২০০৫ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম অধিদপ্তর (U.S. Department of Labor) ৩.৩ মিলিয়ন কল সেন্টার জব উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ছেড়ে দেবার ব্যাপারে আশাবাদী।

এখন, আমাদের -আফ্রিকানদের এমন একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে যা বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে বোঝাবে যে তারা যদি ভারতের পরিবর্তে আফ্রিকার দেশগুলোতে কল সেন্টার স্থাপন করে তবে বেশী মুনাফা অর্জন করতে পারবে।

এই হাই-টেক জব গুলোর মধ্যে রয়েছে কল সেন্টার, কাস্টোমার সার্ভিস এবং হেলপ ডেস্ক যাতীয় কাজ- এর সব গুলোই বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হওয়া বেকার ছাত্রদের জন্য খুবই উপযোগী।

এই কাজগুলোকে আফ্রিকাতে নিয়ে যাবার পক্ষে সবচেয়ে বড় কারণ হলো বর্তমানের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যেমন, ইন্টারনেট এবং মোবাইল টেলিফোন এখন এই সার্ভিস সংক্রান্ত ব্যবসাকে উন্নয়নশীল দেশে - যেখানে কম মূল্যে শ্রম কিনতে পাওয়া যায় সম্পাদিত করা বাস্তবসম্পন্ন ও লাভজনক করে তুলেছে।

যদি আফ্রিকা এই ধরনের এক মিলিয়ন হাই-টেক জব পেতে পারে, তাহলে তা আফ্রিকান তেলক্ষেত্রগুলোর চেয়ে অনেক বেশী রাজস্ব অর্জন করতে পারবে। এই নতুন সবুজ ক্ষেত্র দক্ষ পেশাজীবিদের আফ্রিকাতে ফেরত আসতে আগ্রহী করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত একটি বিপরীত ব্রেইন ড্রেইন সৃষ্টি করতে পারে।

আবার, এর মধ্য দিয়ে আমরা নতুন একটা জানালার আভাস পাচ্ছি যাতে করে আমেরিকান কাজ হারানোকে আফ্রিকা'র কাজ প্রাপ্তিতে পরিবর্তিত করা সম্ভব হতে পারে। যাই হোক, এই জানালা বন্ধ হবার আগেই আমাদের দ্রুত কাজে নামতে হবে। আর এক্ষেত্রে ভারতই আমাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি।

কাজেই, আমাদের কাজ হলো ভারতের পরিবর্তে আফ্রিকাতে কল সেন্টার আউটসোর্স করলে কিভাবে খরচ বাঁচবে তা খুঁজে বের করা। আমরা যদি বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে বোঝাতে পারি যে ভারতের চেয়ে আফ্রিকায় ব্যবসা অধিকতর লাভজনক তাহালে তারা আফ্রিকায় বিনিয়োগ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হবে ।

একজন গৃহিণী ল্যাপটপ কম্পিউটার এবং সেল ফোন নিয়ে ঘরে বসেই এই কল সেন্টারের চাকুরীজীবী হতে পারেন। রাত্রে যখন তার বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়বে সে তখন লস এনজেলস-এ ডায়াল করতে পারবে -যেখানে সময় তার চেয়ে ১০ ঘন্টা পিছিয়ে- পরিপূর্ণ কাজের সময়।

একজন আমেরিকান তার কল রিসিভ করবে এবং সে বলবে, "গুড মর্নিং, আমি জাকিয়া বলছি। আমার কোম্পানী এই প্রোডাক্ট বিক্রি করে থাকে। এই প্রোডাক্ট এই এই সুবিধা দেবে..." সে নাইজেরিয়ায় বসেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রোডাক্ত বিক্রয়ের চেষ্টা করতে পারবে।

এখন, আমেরিকা থেকে আফ্রিকার টেলিফোন কল প্রতি মিনিটে ৬ সেন্টেরও কম। কাজেই একজন টেলিফোন সেলস পারসন খুব সহজেই এ্যাংগোলাফোন আফ্রিকায় বসে ভার্চুয়ালী যুক্তরাষ্ট্রে চাকুরি করতে পারবে।

আমি আরেকটা চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি কিভাবে হাজার হাজার কল সেন্টার-এর কাজ আফ্রিকাতে বসে করা যেতে পারে।

এটা সবাই জানে যে, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বড় কোম্পানীগুলো প্রায়ই ৫০ ডলারের নীচে তাদের আউটষ্ট্যান্ডিং একাউন্ট ব্যালান্স সংগ্রহ করে না। কারন এই ৫০ ডলার সংগ্রহ করতে একজন আমেরিকান শ্রমিককে ৬০ ডলাস পারিশ্রমিক দিতে হয়।

আমি বিশ্বাস করি, এই একই কাজ একজন আফ্রিকান শ্রমিক আফ্রিকায় বসেই ১০ ডলারে সম্পন্ন করতে পারবে (এই ১০ ডলারের মধ্যে ৬০ সেন্টের ফোন কল রয়েছে)।

এই প্যান আমেরিকান কনফারেন্সের সংগঠকগণ আমাকে ১১ টি প্রশ্নেন একটি তালিকা দিয়েছে। আমি আপনাদের প্রতি প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

প্রথম প্রশ্ন ঃ দক্ষ আফ্রিকানদের মধ্যে কি আফ্রিকাতে বসবাস এবং কাজ করার মানসিকতা বিদ্যমান?

আমি মনে করি, যাদের দক্ষতা আছে তাদের আফ্রিকাতেই বসবাস, কাজ এবং পারিবারিক জীবন-যাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা উচিৎ। এর ফলে, একটি বৃহৎ মধ্যবৃত্ত শ্রেণী তৈরী হবে এবং আজ যে অবস্থায় গৃহযুদ্ধ এবং দূর্নীতি'র জন্ম দিয়েছে সে অবস্থার উন্নতি ঘটবে। অতপরঃ একটি সত্যিকার বিপ-ব এবং পুনরুত্থান সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ দক্ষ আফ্রিকান অভিবাসীদের কি আফ্রিকাতে ফেরত যেতে বাধ্য করা উচিৎ?

আমার বিশ্বাস, অভিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। পরিবর্তে, আমি মনে করি জাতিসংঘের উচিৎ যে সব দেশ "ব্রেইন-ড্রেইন" হতে লাভবান হচ্ছে তাদের ওপর "ব্রেইন-গেইন ট্যাক্স" ধার্য করা।

প্রতি বছর, যুক্তরাষ্ট্র গবেষক এবং "extraordinary ability" সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ৩৫০০০ এইচওয়ান-বি ভিসা ইস্যু করার মাধ্যমে ব্রেইন-ড্রেইন সৃষ্টি করে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (Internal Revenue Service) ইমিগ্রেশন এন্ড ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিস (Immigration and Naturalization Service)- এর সহযোগীতায় এই নিয়ম চালু করতে পারে যে, প্রত্যেক অভিবাসী প্রতি বছর তার এক মাসের বেতন তার জন্মভুমি বরাবর পাঠাতে বাধ্য ধাকবে।

এরমধ্যে, আইআরএস আমেরিকান কর প্রদনকারীদের ইলেকশন ফান্ডে স্বেচ্ছা অবদান রাখার অনুমতি দিয়েছে। একইভাবে, আইআরএস অভিবাসীদেরও যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে তাদের জন্মভূমি বরাবার কর প্রদানের অনুমতি দিতে পারে।

৩য় প্রশ্নঃ আমরা কেন বেকার আফ্রিকানদের দেশের বাইরে চাকুরী খোঁজার জন্য উৎসাহিত করবো না?

অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি আফ্রিকার সব নার্স এবং ডাক্তার আমেরিকান ভিসা লটারী জিতে যায় তাহলে আফ্রিকার হাসপাতালগুলো কে চালাবে?

যদি আমরা ৮ মিলিয়ন দক্ষ এবং বুদ্ধিমান আফ্রিকানকে অভিবাসনের জন্য উৎসাহিত করি তবে তাদের বাকী ৮০০ মিলিয়ন ভাই ও বোনদের কিসে উৎসাহিত করবো?

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ আমরা কি আফ্রিকান ডায়াসপোরাকে আফ্রিকার সমস্যার জন্য দায়ী করবো?

হ্যাঁ। আংশিকভাবে ডায়াসপোরাকে দায়ী করা যেতে পারে। কারণ, এটি যে অনুপস্থিতি তৈরী করেছে তা দেশগুলোর ইনটেলেকচুয়্যাল ক্যাপিটাল কমিয়ে দিয়েছে এবং মহাদেশটাতে এমন একটি শূণ্যাবস্থা তৈরী করেছে যা একনায়কতন্ত্র এবং দূর্নীতি বাড়তে সাহয্য করেছে।

ইদি আমিন, জিন-বেদাল বোকাসা এবং মোবুটু সেসে সেকো এর মতো লোকেরা নিজেদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করতে পারতো না যদি আমাদের একটি বৃহৎ শিক্ষিত মধ্যবৃত্ত শ্রেণী থাকতো।

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ আমরা কি আফ্রিকান নেতৃবৃন্দকে আফ্রিকার অর্থ আত্মস্বাতের জন্য দায়ী করবো না?

এটি একটি জটিল ব্যাপার। ইনটেলেকচুয়্যাল ক্যাপিটাল এর সাথে সাথে অর্থনৈতিক ক্যাপিটালও সরে যায় এবং ফলশ্রুতিতে আবার ইনটেকেচুয়াল ক্যাপিটাল সরে যায়।

আর, নেতৃত্ব হলো একটি সমষ্টিগত পদ্ধতি এবং ব্রেইন ড্রেইন এর ফলে দূর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার উপযোগী সমষ্টিগত মেধাশক্তি কমে যায়।

উদাহরণসরূপ বলা যেতে পারে, সানি আবাচা কর্তৃক ৩ বিলিয়ন ডলার চুরির পরও সেন্ট্রাল ব্যাংক অব নাইজেরিয়া নেতৃবৃন্দ কোন নিউজ কনফারেন্স আহবান করে নি। ব্যাংকের গভর্ণর জেনারেল কোন রকম আমরণ অনষণ করেন নি। তিনি পুলিশকে জানান নি। তিনি কোন আইনগত ব্যবস্থা নেন নি। সেখানে যদি দূর্নীতির বিরুদ্ধে কোন রকম ইনটেলেকচুয়াল জনশক্তি থাকতো তাহলে ফলাফল হয়তো অন্য রকম হতো।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ আফ্রিকান বিপ্লবের সম্ভাবনা আছে কি?

সঙ্গানুযায়ী বিপ্লব হলো শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের নতুনত্বকরণ এবং প্রস্ফুটিতকরণ। কাজেই বিপ্লবের পূর্বশর্ত হলো কোন মহাদেশের ইনটেলেকচুয়াল মুলধন বা জনসমাজের সমষ্টিগত জ্ঞানের উন্নয়ন।

আফ্রিকার সবচেয়ে সুদক্ষ মিউজিশিয়ান ফ্রান্সে বাস করে। আফ্রিকার সবচেয়ে জনপ্রীয় লেখক যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যে বাস করে। ফুটবল সুপারষ্টার বাস করে ইউরোপে। কাজেই, টেলেন্টেড জনসমষ্টি ব্যাতিরেকে বিপ-ব এক কথায় অসম্ভব।

সপ্তম প্রশ্ন ঃ ঠিক কত দিন ধরে এই ব্রেইন ড্রেইন সমস্যা বিদ্যমান?

এ ব্যাপারে একটি ভূল ধারনা হলো, আফ্রিকান ব্রেইন ড্রেইন শুরু হয়েছে ৪০ বছর পূর্বে।

বস্তুত, এটি শুরু হয়েছে এরও দশ গুন বেশী অর্থাৎ চারশো বছর পূর্বে। চারশো বছর পূর্বে বেশীরভাগ আফ্রিকানের পূর্বপুরুষরাই আফ্রিকায় বসবাস করতো। আজ, এক পঞ্চমাংশ আফ্রিকান পিতা-মাতা বাস করে যুক্তরাষ্ট্রে। মূলতঃ সবচেয়ে বৃহৎ আকারের ব্রেইন ড্রেইন হলো ট্রান্স-আটলান্টিক দাস ব্যবসার ফলাফল।

আবার, বেশীরভাগ মানুষের বিশ্বাসের বিপক্ষে সত্য হলো, বিশ শতকের গোড়ার দিকে আফ্রিকা ব্রেইন গেইন করা শুরু করে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাষকগণ স্কুল, হাসপাতাল এবং ব্যাংক তৈরী করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্রেইন-গেইন-এর দৃশ্যমান চিহ্ন হিসেবে ধরা যেতে পারে।

ঔপনিবেশিক শাষণের শেষে, শিক্ষিত ইউরোপিয়ানরা সবাই আফ্রিকা ছেড়ে চলে যায়। শিক্ষিত এবং দক্ষ আফ্রিকানরা দেশ ছাড়তে থাকে উনিশ শতকের ৭০, ৮০ এবং ৯০ এর দশকে। ফলশ্রুতিতে সমগ্র আফ্রিকাব্যাপী শুরু হয় একানায়কতান্ত্রিক শাষন ব্যবস্থার।

অষ্টম প্রশ্ন ঃ ব্রেইন ড্রেইন কি আধুনিক দাসত্ব?

একবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ, মানুষের মধ্যে নতুন উপলব্ধির জন্ম নেবে এবং ব্রেইন-ড্রেইনকে আধুনিক যুগের দাসত্ব হিসেবে গণ্য করা হবে।

১৯শতক ছিল কৃষিভিত্তিক কাল। তুলো উঠাবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিলো শক্ত হাতের এবং তাই শক্ত-সামর্থ যুবকদের বাধ্য করা হয়েছিল দাসত্বে।

একুশ শতক হলো তথ্য মহাকাল। এখন আমেরিকান অর্থণীতিতে প্রয়োজন "extraordinary ability" সম্পন্ন জনসমষ্টি এবং এজন্য দক্ষ, বুদ্ধিমান মেধাশক্তি আর সেরা ছেলেদের গ্রিণ কার্ড ভিসার লোভ দেখানো হচ্ছে। যেসব আফ্রিকান অশিক্ষিত এবং যাদের এইচআইভি পজিটিভ রয়েছে তারা আমেরিকান ভিসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

নবম প্রশ্ন ঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ব্রেইন ড্রেইন কে উল্টোমুখী করা সম্ভব?

আমি আগেও বলেছি যে, ব্রেইন ড্রেইন হলো একটি জটিল বহুমাত্রিক সমস্যা যা কে বিপরীতমুখী ব্রেইন গেইন-এ পরিণত করা যেতে পারে।

ভারত এরই মধ্যে সফলতার সাথে ব্রেইন ড্রেইন কে বিপরীতমুখী করে ফেলছে - একে ব্রেইন গেইন-এ পরিবর্তিত করে ফেলছে্। আমি বিশ্বাস করি, আফ্রিকাও একই কাজ করতে পারে। মূলতঃ যতদিন পর্যন্ত আমরা ব্রেইন গেইন করতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত আফ্রিকান বিপ-ব ইল্যুসিভ ক্যারট হয়ে থাকবে।

দশম প্রশ্ন ঃ আমরা কি গে-াবালাইজেশনকে ব্রেইন -ড্রেইনের কারণ হিসেবে ধরতে পারি?

গে-াবালাইজেশন শুরু হয়েছিল ৪০০ বছর আগে আটলান্টিকের এপাড় হতে ওপাড় পর্যন্ত বিস্তৃত দাস ব্যবসার মাধ্যমে। এর ফলশ্রুতিতে ২০০ মিলিয়ন আফ্রিকান এখন আমেরিকার বাসিন্দা। গে-াবালাইজেশন এখন তরান্বিত হয়েছে কারণ ইনটারনেট এবং সেলুলার ফোন যে কোন প্রান্তে যে কোন ব্যক্তির সাথে যে কোন মূহূর্তে যোগাযোগের সুবিধা করে দিয়েছে।

বস্তুতঃ, গে-াবালাইজেশন হলো এমন একটি শক্তি যা উন্নয়নশীল দেশের সম্পদকে ভিন্ন দেশের সম্পদে পরিণত করছে। অর্থণীতিবিদদের মতে, ধনী দেশগুলো আরো ধনী হচ্ছে যখন দরিদ্র দেশগুলো আরো দরিদ্র হচ্ছে।

আমরা আরো জানি যে, গে-াবালাইজেশনের কারনে উন্নয়নশীলদেশগুলোর ঋণের পরিমান বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে তরান্বিত হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক এবং ইনটেলেকচুয়াল মুলধন এর পশ্চিম অভিমুখি যাত্রা।

দ্য ইকোনমিক্স অব অফশোরিং বহুজাতিক কোম্পানীগূলোকে উন্নয়নশীল দেশসমূহে -যেখানে এখনো শ্রমের মূল্য কম- তাদের সার্ভিস বা কাজ আউটসোর্স করতে বাধ্য করবে।

ক্রমঃবর্ধমান প্রতিযোগীতায় টিকে থেকে লাভজনক ব্যবসার জন্য, কোম্পানীগুলো বাধ্য হবে ঘন্টা-প্রতি ৫০ ডলারের একজন আমেরিকান প্রোগ্রামারের পরিবর্তে তৃতীয় বিশ্বে বসবাসকারী ঘন্টা-প্রতি ৫ ডলারের একজন প্রোগ্রামারকে নিয়োগ দিতে।

এগারতম প্রশ্ন ঃ আমি কেন ত্রিশ বছর একনাগারে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেছি?

ছেড়ে আসা অব্দি আফ্রিকা আমরা হৃদয় জুড়ে আছে। এখনো আফ্রিকাই আমার শেকড়। আমার বাড়ী ভর্তি আফ্রিকান খাবার, চিত্রকর্ম, সঙ্গিত এবং পোষাক পরিচ্ছদে-আমার আফ্রিকার স্মৃতি।

এটা সত্যি যে, আমি অনেকদিন হলো আমার মাতৃভুমিকে দেখতে যাইনি, আমার স্বীকার করতেই হবে যে যখন আফ্রিকা আমাকে ডেকেছিল তখন আমি তার ডাকে সারা দেইনি।

এর পেছনে যুক্তসঙ্গত কারণও রয়েছে।। আমি কাজ করি নতুন ধারনা নিয়ে যা কিনা সুপার কম্পিউটার পুনঃডিজাইনে ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে দামী সুপার কম্পিউটারের মূল্য হলো প্রায় ১২০ মিলিয়ন ডলারের মত এবং নাইজেরিয়া আমার জন্য একটি সুপার কম্পিউটার কেনার সামর্থ রাখে না। আমি উদ্ভাবন করেছি যে সহস্র প্রসেসরের ক্ষমতাকে একিভূত করা যেতে পারে যা ভেক্টর সুপারকম্পিউটারকে প্যারালেল সুপার কম্পিউটারে পুন-ডিজাইন করতে সাহায্য করেছে।

নতুন প্রযুক্তির পূর্বশর্ত হলো নতুন জ্ঞান। আজকের সুপার কম্পিউটার কালকের পারসোনল কম্পিউটারে পরিণত হবে।

এবং আমার প্রশ্নের উত্তর হলো, যদিও আমি যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করি তবুও আমার উদ্ভাবন এখন আরো উন্নত পারসোনাল কম্পিউটারে রূপান্তরিত হচ্ছে যা কি না আফ্রিকানরাও কিনতে এবং ব্যবহার করতে পারছে।

শেষমেষ আমি বলতে চাই, হাজার হাজার হাই-টেক কাজ আফ্রিকায় বসেই সম্পাদন করা সম্ভব। কিন্তু হয়তো তা ভারতে চলে যাবে। যুক্তরাষ্ট্র হতে আফ্রিকায় কাজ পাঠিয়ে লাভজনক ব্যবসা করা সম্ভব এমন হাজার হাজর সম্ভাবনাময় খাত আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

এই ভাবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ব্রেইন-ড্রেইন এবং আফ্রিকাতের ব্রেইন-গেইন সম্ভব করে তুলতে পারি।

ধন্যবাদ আপনাদের।

জীবনবৃত্তান্ত

ফিলিপ এমিগওয়ালী ১৯৮৯ সালে সুপারকম্পিউটিং-এর নোবেল প্রাইজ নামে খ্যাত **গরডন বেল পুরষ্কার** লাভ করেন। তিনি এমন একটি ফরমুলা আবিস্কার করেন যা কম্পিউটারকে অধিকতর দ্রুততায় কম্পিউটেশন সম্পাদন করতে সাহায্য করে এবং ফলশ্রুতিতে রি-ইনভেনশন অব সুপারকম্পিউটার ধারনার উদ্ভাবন করে। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তাকে “One of the great minds of the Information Age” এবং সিএনএন তাকে “A Father of the Internet” বলে অভিহিত করেছে। ইন্টারনেটে তিনি হলেন The Most Searched-for Scientist ।

ছবিতে যা দেখা যাবে ঃ

নীচের ওয়েব লিংকগুলোতে দেখা যাবে এমিগওয়ালী প্যান আফ্রিকান কনফারেন্স, এলসা, ইলিনয়েস-এ ২৪শে অক্টোবর, ২০০৩ তারিখে তার মূল বক্তব্য প্রদান করছেন।

http://emeagwali.com/speeches/brain-drain/philip-emeagwali-speaker-pan-african-conference-principia-college-elsah-illinois-october-24-2003-1.JPG

http://emeagwali.com/speeches/brain-drain/philip-emeagwali-speaker-pan-african-conference-principia-college-elsah-illinois-october-24-2003-3.JPG

http://emeagwali.com/speeches/brain-drain/philip-emeagwali-speaker-pan-african-conference-principia-college-elsah-illinois-october-24-2003-4.JPG

http://emeagwali.com/speeches/brain-drain/philip-emeagwali-speaker-pan-african-conference-principia-college-elsah-illinois-october-24-2003-7.JPG

লিসা এস. চিটেজি (Lisa S. Chiteji), এমিগওয়ালী (Emeagwali) এবং সোমবো নাওহাজী (Sombo Nkwhazi) ব্রেইন-ড্রেইন বিপরীতমূখী' করার ওপর এমিগওয়ালীর বক্তব্য প্রদানের পর প্রিন্সিপিয়া কলেজে একটি অনানুষ্ঠানিক প্রশ্নোত্তর পর্বে (প্রিন্সিপিয়া কলেজ, এলসা, ইলিনয়েস, ২৪শে অক্টোবর, ২০০৩)।

http://emeagwali.com/speeches/brain-drain/lisa-s-chiteji-philip-emeagwali-sombo-nkwhazi-principia-college-elsah-illinois-october-24-2003.JPG

বেনটে মোরস (Bente Morse) এবং এমিগওয়ালী (Emeagwali)'র মধ্যে কথপোকথন
(বেনটে মোরস ডেনমার্ক জন্মগ্রহনকারী অভিবাসী। তিনি প্যান আফ্রিকান কনফারেন্স-এর একজন সহযোগী। প্রিন্সিপিয়া গেষ্ট হাউস, প্রিন্সিপিয়া কলেজ, এলসা, ইলিনয়েস, ২৬শে অক্টোবর।)

http://emeagwali.com/speeches/brain-drain/bente-morse-philip-emeagwali-principia-guest-house-principia-college-elsah-illinois-26-october-2003-10.JPG

- o -